দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 20 NOV 2006
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির আল্টিমেটাম

প্রজ্ঞাপন বাতিল না হলে প্রেসিডেন্টের কার্যালয় ঘেরাও হবে

স্টাফ রিপোর্টার

মানবিক ও আর্থিক কারণে শিক্ষকগণের যোগ্যতা অর্জনের জন্য সময়সীমা আরও ২ বছর বাড়ানোর দাবী জানিয়েছেন বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ। তারা বলেছেন, প্রায় ২৫ হাজার শিক্ষককে হয়রানির পায়তারা করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। আগামী ২৫ ডিসেম্বরের মধ্যে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন বাতিল করে যোগ্যতা অর্জনের সময়সীমা বৃদ্ধি না করলে ২৬ ডিসেম্বর ঢাকার মুক্তাঙ্গনে শিক্ষক সমাবেশ এবং

২-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

প্রজ্ঞাপন বাতিল না হলে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় ঘেরাওসহ অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচী পালন করা হবে। গতকাল (রোববার) জাতীয় প্রেসক্লাবে সমিতি আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সমিতির মহাসচিব মুনছুর আলী। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন- তোফাজ্জল হোসেন বাবু, এডভোকেট আহসানুল হক, শেখ মোঃ রফিক, গোলাম মোহাম্মদ, মোঃ ফোরকান আলী, আব্দুস ছাত্তার, মুহিত চন্দ্র, তছির উদ্দিন প্রমুখ। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, প্রাথমিক গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষকদের যোগ্যতা অর্জনের জন্য গত শনিবার (১৮ নভেম্বর) পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছিল। ইতোমধ্যে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে অনেক শিক্ষক তাদের যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন এবং অন্য শিক্ষকগণ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জনের প্রক্রিয়ায় আছেন। সরকারী আদেশের প্রেক্ষিতে অনুমতি পেয়ে বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের সিএনএড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। বাকি শিক্ষকগণ পিটিআইএ আসন সীমিত থাকায় সিএনএড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেননি। এজন্য শিক্ষকগণ নয়, দায়ী কর্তৃপক্ষ। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, ভুক্তভোগী শিক্ষকগণের চাকরির বয়স ১৫ থেকে ৩০ বছর হতে চলেছে। অথচ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ বছরের ২৩ অক্টোবর জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে যোগ্যতাবিহীন শিক্ষকদের তালিকা চাওয়া হয়েছে। বিষয়টি শিক্ষকগণদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয় বলে সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়।